মেঘবীথি
তরুণ সান্যাল

দু'চোক্ষে আরাম ছিল স্নিগ্ধ রুচি আষাঢ়ের মেঘ
ওকে কালিদাস কিন্তু স্থায়ী করে গেছেন পংক্তিতে
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ইত্যাদির প্রতিপক্ষ এক
রবীন্দ্রনাথ যান কত গানে সাক্ষ্য দিতে দিতে।

শুধু রবিঠাকুর নাক, বাংলার তো যে কোন কবির
বালক বয়েস থেকে মেঘ নিয়ে আদিখ্যেতা কত
কত উপদ্রব বনে বৃষ্টিপাত মাঠেও গভীর
অধীর যা পুঞ্জ শ্যাম যা সঘন রোমাঞ্চসম্মত।

দেখো সেই ফাটকা খেলায় শতরঞ্চ চলেছে গ্রামে গ্রামে
এ বছর কি বন্যা হবে, নাকি হবে আবশ্যিক শুখা
মোচ্ছব তো প্রজাপতি নির্বন্ধের হলদে চিঠির খামে
উড়ে আসে ক্যুরিয়ারে ডাকঘরের অমলও তো ভুখা।

মিছেই সে মেঘবীথি বিক্রী হোল কানাকড়ি দামে
পুরুষ করেছে সেই বহুরূপী মুখোশ হওয়া মুখা
নারীও ঠোঁটের ফাঁকে ধরেও নি বিদ্যুৎ বিশ্রামে
ভুল ভুল অচেনা হয়ে উঠছে ঐ কাদম্বিনী রুখা।

কেঁদুলী গ্রামে পূর্ণিমা
অরুণকুমার চক্রবর্তী

যে রমণীয় সন্ধ্যার পায়ে বেঁধেছি ঘুঙুর,
দিগন্তে রক্তরেখার গায়ে রমনীয় পা-দুটির
সিল্যুট দেখা যায়, শুধু দুটি-পা নেমে আসে,
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নামে
বাউল উঠোনে, উঠু উঠু গোল চাঁদ উঁকি
দেয়, সম্পূর্ণ দেখা দিলে গোলাকার চিকণ
টীপ আকাশে কপাল, মাঝখানে শূন্যরূপা
রাধিকা অপার, মিটিমিটি হাসে পদ্মাবতী,
এমন মোহন আলো কতোদিন দেখেনি
কেঁদুলীর গ্রাম, ঝলোমলো মাটিতে বাগান,
কেনাবেচা, বাউলকীর্তন গান, মানুষের মেলা,
গুঁড়িগুঁড়ি জ্যোৎস্নার আলো, মুগ্ধ জয়দেব,
মুগ্ধ মানুষের মেলা, মুগ্ধ সব প্রেমিক মানুষ,

ওদিকে অজান্তে বাড়ে জ্যান্তে মড়ার দল,
সুখি বিশ্বায়ন, এমন ত্যাগরসের দেশে
ভোগরস ঢুকিয়ে দিয়ে ধেই- ধেই উলঙ্গ নাচন
সহ্য হবে তো??? জানে কবি, জানে পদ্মাবতী
জানে মানুষ কেঁদুলীর মাঠ জানে, জানে ভক্ত জন...

তপস্যার ক্ষণে
অনন্ত দাশ

একটি প্রশান্ত লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়
প্রতিদিন ভোরে
আকাশ পুকুর জল গাছের ছায়ার নীচে
ইচ্ছে মত ঘোরে

প্রকৃতির এই রূপ তার কাছে মনে হয়
পরমাত্মীয়ের মত
শীতগ্রীষ্ম গেছে কেটে স্থির রৌদ্র গায়ে মেখে
বর্ষাতেও ভেজে অবিরত

কোনদিন শুনতে পায় শোকের কান্নার শব্দ
দূরবর্তী গ্রামে
স্থির শান্ত পৃথিবীকে সামাজিক দুঃখে যায় চেনা
ঘোর মধ্যযামে

এই শোক সুপ্ত ছিল দুঃসহ দুঃখের পরিণামে
আমার জীবনে
ভোরের বাতাস এসে ঘৃতাহুতি দেয় তাকে
তপস্যার ক্ষণে

গল্প একা একা
দেবারতি মিত্র

নদীতে বিকেলবেলা পা ডোবাতে গিয়ে
সে ছেলেটি কাকে ভেবে দূরে চলে গেল?
মনে পড়ল না তার ড্রয়ারে লুকোনো কৌটো বাদামের শিল্প,
মেয়েদের টকমিষ্টি, লাল কুঁচফল, স্বপ্নে কঙ্কালের মাথা,
বাতাসে বইছে ভুল ইহজন্ম, এ জীবন—
হৃদয়ের সব গল্প শুধু একা একা।

আমি তার দেখা পেতে গিয়ে
ধূসর সূর্যাস্তে যাই নদীর কিনারে।
দিগন্তের পারে ছায়া পৃথিবীর ঘোমটার মতো
আরো তাকে ঢেকে দেয়।

মুছে আসা আলো তার জামার বোতাম,
কালো চুল ঝিল্লীরব, কুয়াশাই কথা,
ছেলেটির দীর্ঘশ্বাস ঢেউ কাঁপে, ঢেউ কাঁপে জলে।
নদীর বুকের অন্তস্তলে হারিয়ে গিয়েছে সে যে
কোনখানে, মাছরাঙা কোঁচবক তা জানে না,
জলের মুখের পরে মুখ রেখে যে আকাশ
সারাদিন পড়ে থাকে, সে কি তা বুঝেছে?

হল্ট স্টেশন
বিশ্বনাথ ঘোষ

পথ খুঁজছো, বাঁকানো চোখ প্রখর সূর্যে তুলেছে যে মন্থন
তুমি সেই জল রেখা ধরে নদীর কিনারে রূপ আর অরূপের দিকে...
বাজনা বেজেছে দূরে, সাঁওতাল পল্লীতে ঘন অন্ধকার
জ্বলে ছোট্ট লণ্ঠন, হাওয়া দিলে ফুঁ দিলে নিভে যেতে পারে
তবু যাওয়া চাই জল - যানটিকে ঠিকমতো সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া চাই
আলো অন্ধকার, দিগন্তে তারারা সব জেগে।

তবে কোন দিকে যাওয়া? কারা যাবে তোমার সঙ্গে?
সীগ্যাল পাখিরা ওড়ে ভূমধ্য সাগরের তীরে
প্রথম পরাগে বাজে মূর্ছনা। তুমি শেষ স্বপ্নে ছুঁয়ে থাকো।
পরজীবী পাতা। আলো জন্মের থেকে যোজন যোজন দূর।
রাঙা পথে ধূলো ওড়ে। বিভাবর্জিত তুমি দেখে যাও
শস্যহীন মাঠে শুধু উল্কাপাত। তুমি প্রত্যাবর্তনের দিকে...
ফিসফাস গূঢ় স্বর হাওয়া বদলে মেঘবতী মেঘ তোলে
জীবন জুয়াড়ী ঢেউ। শ্রান্ত তুমি, বিশ্রাম বেছে নাও হল্টস্টেশনে।
তখন বসে বসে ভাবো, ইন্দ্রপ্রস্থ আর কতদূর?